প্রথম আলো

তারিখ 09 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সংসদীয় কমিটির বৈঠক

শিক্ষার মান বাড়াতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে গতি না থাকায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না বলে সংসদীয় কমিটি মত দিয়েছে। কমিটি শিক্ষার মান বাড়াতে মন্ত্রণালয়কে তাদের কাজে গতিশীল হওয়ার সুপারিশ করেছে।

বৈঠক শেষে সংসদের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন বলেন, সংসদীয় কমিটি শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন এবং শিক্ষাক্রম তৈরির সুপারিশ করেছে। এই শিক্ষাক্রমের বই ছাপার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে বলেছে। তিনি বলেন, ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও, তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ায় কমিটি অসন্তোষ প্রকাশ করে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বিনা মূল্যে হওয়ার কথা। কিন্তু এখনো এর কোনো লক্ষণ নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা, এসএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষা থাকবে না।

মোতাহার হোসেন বলেন, এবার প্রায় ৩৪ কোটি বই ছাপানো হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এসব বই ছাপানোর কাজ শেষ হবে। আর ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই উপজেলায় চলে যাবে। এবারই প্রথমবারের মতো বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে প্রধানমন্ত্রীর বই বিতরণের ছবি থাকবে। বই ছাপার জন্য ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ১২ শতাংশ বই ছাপবে।

এই সংসদীয় কমিটি গতকাল পর্যন্ত ৩০টি বৈঠক করেছে বলে কমিটির সভাপতি জানান। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের কাজে গতি আনতে হলে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।